সাথে জ্ঞানের পরিমাণ বাড়তেই থাকবে এবং এই বিশ্বের ভবিষ্যতে আরও প্রজ্ঞার প্রয়োজন হবে।

Q3. "Hatred of evil is itself a kind of bondage to evil" – Explain. [2010 Commerce]

Answer The extract is taken from Bertrand Russell's famous essay "Knowledge and Wisdom". It might be said that it is right to hate those who harm us. But if people hate them, it will be harmful equally. The only way to induce evil is to convince men to avoid their evil ways. Hatred of evil men to abandon their evil is itself a kind of bondage to evil. So hatred of evil cannot be an act of wisdom. If we hate those who harm us, we will never eradicate evil from our society.

প্রশ্ন: উদ্ধৃত লাইনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর উদ্ধৃতাংশটি বার্ট্রান্ড রাসেলের জনপ্রিয় প্রবন্ধ 'নলেজ অ্যান্ড উইজডম' থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা বলা যেতে পারে যে, যারা আমাদের ক্ষতি করে, তাদের ঘৃণা করাই সঠিক কাজ। কিন্তু মানুষ যদি তাদের ঘৃণা করে, এটাও আবার সমানভাবেই ক্ষতিকর। মন্দকে কমানোর একমাত্র পথ হল মানুষকে তাদের মন্দের পথ এড়িয়ে চলার জন্য বোঝানো। মন্দ লোককে মন্দ থেকে বিরত করার জন্য তাদের ঘৃণা করা এটা মন্দকে আপন করারই নামান্তর। তাই মন্দকে ঘৃণা করা একটা প্রতিমূলক কাজ হতে পারে না। যারা আমাদের ক্ষতি করে, আমরা যদি তাদের ঘৃণা করি, তাহলে তাহলে কখনই আমাদের সমাজ থেকে মন্দকে তাড়াতে পারব না।

FATHER'S HELP

R.K. Narayan

INTRODUCTION

Indo-Anglian Literature: Indo-Anglian literature is that part of literature that is contributed by the Indian writers in English language. It is not essentially different in kind from Indian literature. It is a part of it, a modern facet of that glory which commencing from the Vedas, has continued to spread its mellow light ever increasing up to the present time of Tagore, Iqbal and Aurobindo Ghosh, and bids fair to expand with ours, as well as humanity's expanding future.

Novel or prose fiction was a late comer in Indo-Anglian literature, but it is in this sphere that the greatest progress has been made. Although up to the end of the 19th century there was hardly any novel or prose fiction written by any Indian in English, now there are writers like Mulk Raj Anand, Raja Rao and R.K. Narayan who are read all over the world.

R.K. Narayan: R.K Narayan was born in 1906 in Madras. But shortly after his birth the family shifted to Mysore. It is very interesting that Narayan was never a good student. He failed both in High School and Intermediate. He got his degree only when he was twenty-four years' old. After completion of his graduation in 1930 from Maharaja College, Mysore he took up a job of a clerk in Mysore Secretariat and then took up a job of a teacher in a village school. But he was dissatisfied with both the jobs and gave them up and decided to devote all his time in writing. At that time it was unthinkable that an Indian could become a successful writer in English. But Narayan was determined to become a writer and finally proved how correct he was in his decision when he achieved tremendous success as a novelist and as a short-story writer.

After the death of his wife in 1939, Narayan tried his hand only in short stories for long seven years from 1938 to 1945. He contributed a number of short-stories to *"The Hindu"* and a short-lived quarterly journal *"Indian Thought."* These stories were, later on, published in book form and they are finest specimen of Indo-Anglian short-stories. Narayan has to his credit some 82 short-stories, an impressive output by any standards. Narayan's collection of short-stories includes: *Mulgudi Days* (1941), *Dadu and Other Stories* (1943), *Cyclone and Other Stories* (1944), *An Astrologer's Day* (1947), *Lawly Road* (1956), *A Horse and Two Goats* (1970) etc. Narayan's genius as a literary artist finds expression in his short-stories. His short-stories are remarkable for their simplicity of language. Even an average readerof English does not find any difficulty in understanding his short-stories.

TEXT

Lying in bed Swami realized with a shudder that it was Monday morning. It looked

it is not our neighbour whom we are exhorted to hate. But you will remember that the precept was exemplified orted by saying that the Samaritan was our neighbour. We no longer have any wish to hate Samaritans and so we are apt to miss the point of the parable. If you want to get its point, you should substitue Communist or anti-Communist, as the case may be, for Samaritan. It might be objected that it is right to hate those who do harm. I do not think so. If you hate them, it is only too likely that you will become equally harmful ; and it is very unlikely that you will induce them to abandon their evil ways. Hatred of evil is itself a kind of bondage to evil. The way out is through understanding, not through hate. I am not advocating non-resistance. But I am saying that resistance, if it is to be effective in preventing the speared of evil, should be combined with the greatest degree of understanding and the smallest degree of force that is compatible with the survival of the good things that we wish to presserve.

It is commonly urged that a point of view such as I have been advocating is incompatible with vigour in action. I do not think history bears out this view. Queen Elizabeth I in England and Henry IV in France lived in a world where almost everybody was fanatical, either on the Protestant or on the Catholic side. Both remained free from the errors of their time and both, by remaining free, were beneficent and certainly not ineffective. Abraham Lincoln conducted a great war without ever departing from what I have been calling wisdom.

I have said that in some degree wisdom can be taught. I think that this teaching should have a large intellecual element than has been customary in what has been thought of as moral instruction. I think that the disastrous results of hatred and narrow-mindedness to those who feel them can be pointed out incidentally in the course of giving knowledge. I do not think that knowledge and morals ought to be too much spreated. It is true that the kind of specialized knowledge which is required for various kinds of skill has very little to do with wisdom. But it should be supplemented in education by wider surveys calculated to put it in its place in the total of human activities. Even the best technicians should also be good citizens; and when I say 'citizens', I mean citizens of the world and not fo this or that sect or nation. With every increase of knowledge and skill. Wisdom becomes more necessary, for every such increase augments our capacity of realizing our purposes, and therefore augments our capacity for evil, it out purposes are unwise, the world needs wisdom as it has never needed it before and if knowledge continues to increase, the world will need wisdom in the future even more than it does now.

মর্মানুবাদ

বেশিরভাগ মানুষই এতে রাজী হবেন যে, আমাদের বর্তমান যুগ অতীতের সমস্ত যুগকে জ্ঞানের দিক থেকে অনেক পেছনে ফেলে এলেও পাণ্ডিত্যের বা প্রজ্ঞার তেমন কোন কিছু ঘটেনি। কিন্তু আমাদের এই ধারণা থমকে যায় যখন আমরা পাণ্ডিত্যের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করি ও এর মানে খুঁজতে চেষ্টা করি। আমি প্রথমেই জানতে চাই পাণ্ডিত্য কী এবং তা কীভাবে শেখানো যেতে পারে।

আমি মনে করি পাণ্ডিত্যের বিষয়ে বহু কিছুরই অবদান রয়েছে। আর এই সমস্ত অবদানগুলিকে আমি

প্রথমেই নির্দিষ্ট অনুপাতে সাজিয়ে নিই : একটা সমস্যায় যেমন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সাজিয়ে নিয়ে প্রত্যেকটিকেই তার যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা। বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক যে, আপনি রাসায়নিকভাবে ঔষধ তৈরীর গবেষণায় রত রয়েছেন। কাজটা খুবই কঠিন এবং তা আপনার সমস্ত বৌদ্ধিক শক্তিকেই লিপ্ত করে। আর তখন আপনার ভাবনার সময়ই থাকে না আপনার গবেষণার ফল ঔষধের গন্ডী ছাড়িয়ে গেল কিনা। মনে করা যাক, আপনি সফল হলেন, যেহেতু আধুনিক ঔষধও সাফল্য লাভ করেছে, মৃত্যুর হারও ব্যাপকভাবে কমেছে, কেবলমাত্র ইউরোপ বা আমেরিকাতেই নয়, এশিয়া এবং আফ্রিকাতেও। এর ফলস্বরূপ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অনিচ্ছাকৃত খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে এবং জীবনযাত্রার মান অনুন্নত হচ্ছে। আরও স্পষ্ট উদাহরণ, যা বর্তমানে প্রত্যেকটি মানুষের মনে রয়েছে— আপনি পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কৌতুহল শূন্যভাবে গবেষণা চালাচ্ছেন নিছক জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং ঘটনাক্রমে আপনার গবেষণার ফল শক্তিশালী কিছু পাগলের হাতে পড়ে মানবজাতির ধ্বংসের কাজেই লাগছে। এইভাবে জ্ঞান অর্জন ক্ষতিকর হতেও পারে যদি তা পাণ্ডিত্যের সাথে সম্পর্কিত না হয়; এবং বৃহত্তম দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের বিশেষ ধারায় পাণ্ডিত্যের কোন প্রয়োজন নেই।

পাণ্ডিত্য বা প্রজ্ঞা গঠনের জন্য ব্যাপকতাই যথেষ্ঠ নয়। মানব জীবনের স্বার্থে কিছু সচেতনতা অবশ্যই থাকতে হবে। এটা ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভালোর চাইতে খারাপই বেশি করেছেন, কারণ তারা ঘটনাগুলিকে তাদের নিজেদের বিকৃত আবেগের মধ্য দিয়ে বিচার করেছেন। হেগেলের ইতিহাসের একটা দর্শন ছিল যা কখনই ব্যাপকতার অভাবে ভোগেনি, কারণ তা অতীতের সময় থেকে শুরু করে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ইতিহাসের প্রধান অধ্যায় যা তিনি আলোকপাত করতে চেয়েছেন তা হল ৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত জার্মানী পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জাতি এবং অগ্রগতির প্রকৃত বাহক হয়ে উঠেছে। হয়ত একজন তার ব্যাপকতার প্রসার ঘটাতে পারে যা শুধু তার প্রজ্ঞাই গঠন করবে না, অনুভূতিকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। এমন লোক খুঁজে পাওয়া কখনই অসম্ভব নয় যাদের জ্ঞান অনেক বিস্তৃত কিন্তু অনুভূতি অনেক সংকীর্ণ। আমার মতে এই সমস্ত লোকের পাণ্ডিত্য বা প্রজ্ঞার অভাব রয়েছে।

কেবলমাত্র সাধারণ ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও প্রজ্ঞার প্রয়োজন। সঠিক লক্ষ নির্বাচন এবং ব্যক্তিগত প্রাচীন সংস্কার থেকে মুক্তির জন্যও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়। এমনকি একটি লক্ষ যা অনুসরণ করা মহৎ কাজ, যদি তা অর্জন করা সম্ভব হয়, যদি তা অর্জন করা অসম্ভব হয়, তবে তা অনভিজ্ঞভাবেও অনুসরণ করা যায়। প্রাচীনকালে বহু মানুষ পরশপাথর এবং জীবন সুধার খোঁজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। নিঃসন্দেহে যদি তারা সেগুলো পেতে পারত, তাহলে তারা মানব জাতির বিরাট উপকার করতে পারত; কিন্তু আসলে তাদের জীবনগুলো নষ্টই হয়েছে। কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে নেমে, দুজন মানুষের কথাই ধরা যাক, মিঃ 'এ' এবং মিঃ 'বি' যারা একে অন্যকে ঘৃণা করে এবং পারস্পরিক ঘৃণার মাধ্যমে একে অন্যের ধ্বংসকে ডেকে আনে। মনে কর তুমি মিঃ 'এ'-র কাছে গেলে এবং বললে, কেন তুমি মিঃ 'বি' কে ঘৃণা কর? নিঃসন্দেহে সে মিঃ 'বি'-র এক গুচ্ছ বদগুণের তালিকা দেবে—যার কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা এবং মনে কর তুমি মিঃ 'বি'-র কাছে গেলে। সেও তোমাকে একইভাবে মিঃ 'এ'-র সত্যমিথ্যায় ভরা একটি দোষের তালিকা দেবে। মনে কর এখন তুমি মি 'এ'-র কাছে ফিরে এলে এবং বললে—"তুমি জেনে অবাক হবে যে মিঃ 'বি' ঠিক সেই কথাগুলিই বলেছে যা তুমি মিঃ 'বি' সম্পর্কে বলেছ।" এবং তুমি মিঃ 'বি'-র কাছে গিয়ে একই কথা বল— নিঃসন্দেহে এর প্রাথমিক ফলস্বরূপ তাদের মধ্যের ঘৃণা অত্যন্ত বেড়ে যাবে এবং অন্যের অন্যায়ের প্রতি তারা ভয়ঙ্কর হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি তোমার যথেষ্ট ধৈর্য্য এবং বোঝানোর ক্ষমতা থাকে তাহলে তুমি তাদের এক এক জনকে বোঝাতে সক্ষম হবে যে তাদের